তারিখ ...21/10/78...
পৃষ্ঠা ... 3 ... কলাম ... 2 ...

শিক্ষানীতি প্রণয়নের পাশাপাশি উহা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করিতে হইবে

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

গত বৃহস্পতিবার জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদের দ্বাদশ কর্মঅধিবেশনে অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি প্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গে ইহা বাস্তবায়নের রূপরেখা নির্ধারণ এবং তাহা কার্যকরীকরণের নিশ্চয়তা বিধানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। অধিবেশনে অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতির সংশোধিত খসড়া প্রতিবেদন এর 'শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য' অনুচ্ছেদ লইয়া ব্যাপক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। পরিষদের সভাপতি ও শিক্ষাপ্রতিমন্ত্রী জনাব আবদুল বাতেন অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। শুরুতেই সভাপতি বলেন যে, অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি প্রণয়নের কাজ আগামী ১৬ই নবেম্বরের মধ্যে অর্থাৎ পূর্বনির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করিতে হইবে।

ইহার পর ডঃ এনামুল হক, ডঃ সৈয়দ শফিউল্লাহ, জনাব ফয়েজ আহমদ, কর্ণেল আহমদ শামসুল ইসলাম প্রমুখ অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি অবিলম্বে বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা বিধানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

কয়েকজন সদস্য জেলা, বিভাগ ও কেন্দ্রীয় বিতর্ক ওয়ার্কশপ-এর বক্তব্যসমূহ প্রতিবেদন সংশোধন, পরিমার্জন, পরিবর্তনের কাজে ব্যবহারের জন্য যথাযথভাবে বিবেচনার প্রস্তাব করেন।

প্রতিবেদনে 'শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য' অনুচ্ছেদ-এর প্রথম ধারায় 'শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হইবে জনগণকে খাইয়া পরিয়া সুষ্ঠুভাবে বাঁচিয়া থাকার জন্য জ্ঞান, কর্মকুশলতা, যথাযথ মূল্যবোধ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করার সুযোগ দান করা'—এই বক্তব্যে 'বৈজ্ঞানিক' শব্দটি প্রয়োগের বিরোধিতা করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ডঃ আবদুল বারী। এই শব্দটির প্রয়োগের প্রশ্ন লইয়া একটানা দেড়ঘণ্টা তুমুল বিতর্ক চলে। ডঃ বারীকে সমর্থন করেন মওলানা আবদুল মান্নান ও জনাব আবুল কালাম আজাদ। অপরদিকে জনাব ফয়েজ আহমদ, ডঃ সৈয়দ

(৫ম পৃঃ দ্রঃ)

শিক্ষানীতি

(৩য় পৃঃ পর)

শফিউল্লাহ, জনাব আতাউস সামাদ, ডঃ এনামুল হক, মিসেস জাহানারা ইমাম, জনাব কামরুল হাসান প্রমুখ শব্দটি প্রয়োগের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। প্রফেসর এম, আই চৌধুরী শেষোক্তদের বক্তব্য সমর্থন করেন। শেষে সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদের প্রথম ধারা ও চতুর্থ ধারা একটি 'এবং' শব্দদ্বারা সংযোজন করার মাধ্যমে ডঃ বারী সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের বক্তব্য মানিয়া লইতে সম্মত হন।

ইহার পর প্রবীণ রাজনীতিক হাজী মোহাম্মদ দানেশ 'শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য' অনুচ্ছেদে একটি ধারায় 'শিক্ষার লক্ষ্য হইবে জনগণের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা সৃষ্টি করা এবং তজ্জন্য তাহাদের মধ্যে শ্রেণীসংগঠন এবং শ্রেণী সংগ্রামের চেতনার বিকাশ সাধন' এই বক্তব্য সংযোজন করার প্রস্তাব দেন। এই প্রসঙ্গেও দীর্ঘক্ষণ ধরিয়া তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। কারি গরী শিক্ষা পরিচালক ডঃ সাত্তার, জনাব আবুল কালাম আজাদ, ডঃ আবদুল বারী, মওলানা মান্নান প্রমুখ এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। অন্যদিকে ডঃ সৈয়দ শফিউল্লাহ, জনাব ফয়েজ আহমদ, জনাব আতাউস সামাদ, জনাব কামরুল হাসান প্রমুখ এই বক্তব্যের সমর্থন করেন।